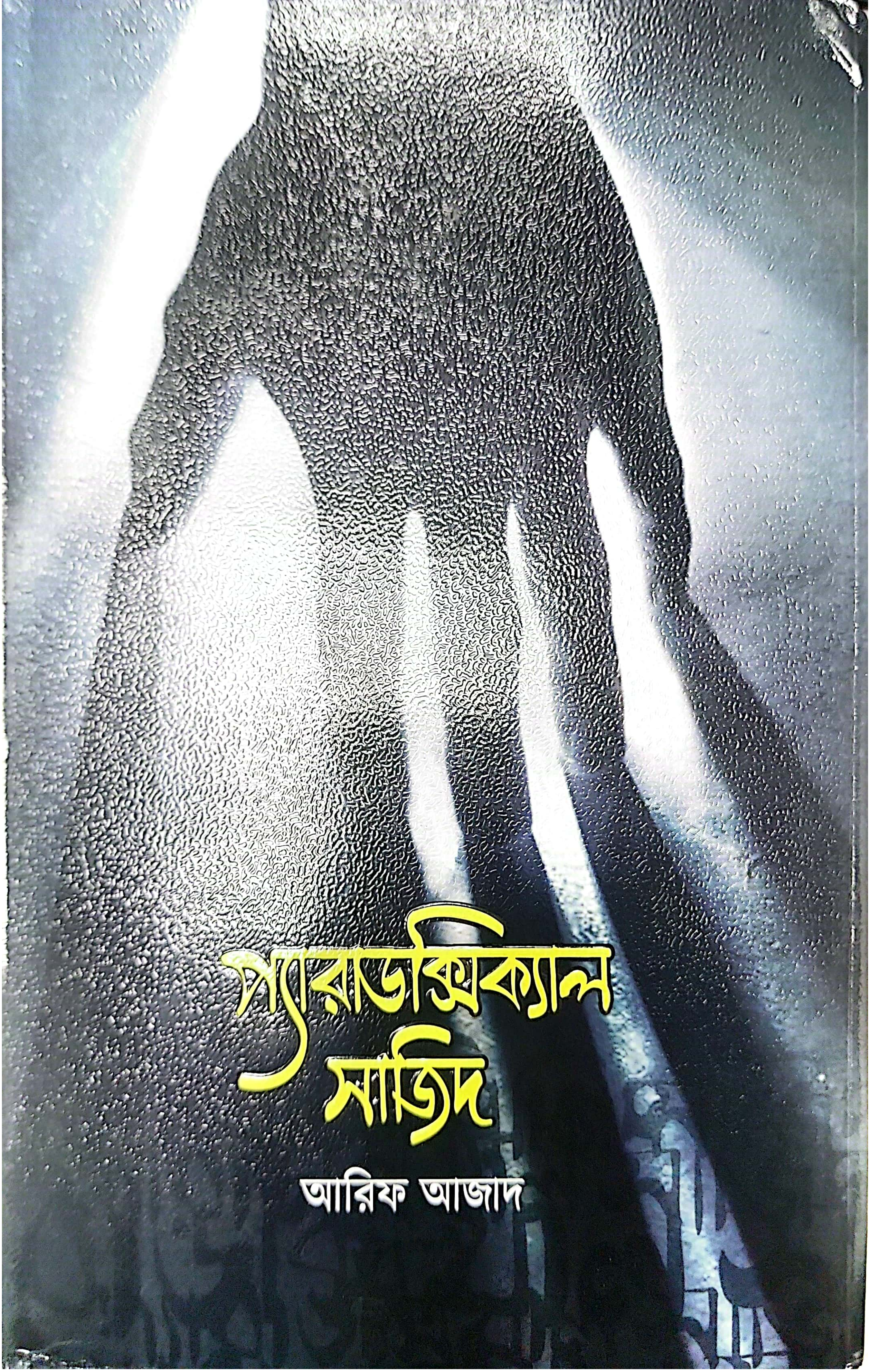

CamScanner

প্রকাশকের কথা

সভ্যতার শুরু থেকেই সত্য ও মিথ্যার ধারাবাহিক লড়াই। মানবতার সমাধানে ইসলাম বরাবরই জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ মোকাবিলা করে আসছে। আধুনিক সভ্যতার এই সময়ে দাঁড়িয়েও সেই ধারা অব্যাহত আছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিসরকে ব্যবহার করে ইসলাম বিদ্বেষী মহল সুকৌশলে তরুণ প্রজন্মের চিন্তার রাজ্যে সন্দেহের বীজ বপন করছে। সন্দেহ থেকে সংশয়, সংশয় থেকে অবিশ্বাস। এভাবে এক অবিশ্বাসী প্রজন্মের গোড়াপত্তন হচ্ছে কি-বোর্ডে। কিছু অযাচিত বুলি শিখে, প্রশ্নের ডালি নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বাসীদের সুশৃঙ্খল চিন্তার দুনিয়ায়। কিছু কিছু তরুণ-যুবা দিক্‌ভ্রান্তও হচ্ছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতে। অবিশ্বাসীদের আপাত চমকপ্রদ প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় হিমশিম অবস্থা। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ যেখানে, সেখানেই বিশ্বাসী প্রাণের যৌক্তিক লড়াই। এমনই এক বিশ্বাসী তরুণ আরিফ আজাদ। অনলাইন দুনিয়ায় অবিশ্বাসীদের উত্থিত প্রশ্নের সাবলীল উত্তর দিয়ে অজস্র মানুষের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। একজন তরুণ এত চমৎকার ও যৌক্তিক ভাষায় ইসলামবিরোধীদের জবাব দিতে পারেন, ভাবতেই আশাবাদী মন জানান দেয়—আগামীর দিন শুধু সম্ভাবনার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' বইটিতে গল্প ও সাহিত্যরস দিয়ে অবিশ্বাসীদের নানান প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

অনুভব করেছি, আরিফ আজাদের কথাগুলো অনলাইন দুনিয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বাস্তব দুনিয়ায়ও থাকা উচিত। নাস্তিক্যবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাবে অনেকেই লিখছেন, বলছেন। এই বইটি সেসব জবাবের ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে। আমার বিশ্বাস, বইটি তরুণ প্রজন্মের মনোজগতে এক তুমুল আলোড়ন তুলবে। আশা করি—বইটি পড়ে অবিশ্বাসীরাও নির্মোহভাবে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করবেন।

'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স' এই অসাধারণ বইটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখাগুলোকে পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজটা অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জের। বইটিকে যথাসম্ভব সুন্দর ও নিঁখুত করতে আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কোনো ত্রুটি ছিল না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে বিশ্বাস করছি।

CamScanner

লেখকের স্বকীয়তা এবং ভাষার বৈচিত্র্য বিবেচনায় প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নজর দেওয়া সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যেকোনো সংশোধনীকে আমরা স্বাগত জানাব। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে আরও সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি আমাদের বিশ্বাসের প্রাচীরকে আরও মজবুত করুক। ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বাসের কথা প্রতি জনে, প্রতি প্রাণে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
বাংলাবাজার, ঢাকা

CamScanner

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

আমি রুমে ঢুকেই দেখি, সাজিদ কম্পিউটারের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। খটাখট কী যেন টাইপ করছে। আমি জগ থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। প্রচণ্ড রকম তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার জোগাড়। সাজিদ কম্পিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'কী রে, কিছু হইল?'

আমি হতাশ গলায় বললাম—'নাহ।'

'তার মানে তোকে এক বছর ড্রপ দিতেই হবে?' সাজিদ জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম—'কী আর করা। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

সাজিদ বলল—'তোদের এই এক দোষ, বুঝলি? দেখছিস পুওর অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এক বছর ড্রপ খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যেও বলছিস, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাই, এইখানে কোন ভালোটা তুই পাইলি, বল তো?'

সাজিদ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। আমি আর সাজিদ রুমমেট। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ে। প্রথম জীবনে খুব ধার্মিক ছিল। নামাজ-কালাম করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কীভাবে কীভাবে যেন অ্যাগনোস্টিক হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্রষ্টার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে এখন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে। ধর্মকে এখন সে আবর্জনা জ্ঞান করে। তার মতে, পৃথিবীতে ধর্ম এনেছে মানুষ। আর 'ঈশ্বর' ধারণাটাই এই রকম স্বার্থান্বেষী কোনো মহলের মস্তিষ্কপ্রসূত।

সাজিদের সাথে এই মুহূর্তে তর্কে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তাকে একদম ইগনোর করেও যাওয়া যায় না।

CamScanner

আমি বললাম—'আমার সাথে তো এর থেকেও খারাপ কিছু হতে পারত, ঠিক না?'

'আরে, খারাপ হওয়ার আর কিছু বাকি আছে কি?'

'হয়তো।'

'যেমন?'

'এ রকমও তো হতে পারত, ধর, আমি সারা বছর একদমই পড়াশোনা করলাম না। পরীক্ষায় ফেইল মারলাম। এখন ফেইল করলে আমার এক বছর ড্রপ যেত। হয়তো ফেইলের অপমানটা আমি নিতে পারতাম না। আত্মহত্যা করে বসতাম।'

সাজিদ হা হা হা করে হাসা শুরু করল। বলল—'কী বিদঘুটে বিশ্বাস নিয়ে চলিস রে ভাই!'

এই বলে সে আবার হাসা শুরু করল। বিদ্রুপাত্মক হাসি।

রাতে সাজিদের সাথে আমার আরও একদফা তর্ক হলো।

সে বলল—'আচ্ছা, তোরা যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করিস, কীসের ভিত্তিতে?'

আমি বললাম—'বিশ্বাস দুই ধরনের। একটা হলো, প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস। অনেকটা শর্তারোপে বিশ্বাস বলা যায়। অন্যটি হলো, প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস।'

সাজিদ হাসল। সে বলল—'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে সোজা বাংলায় অন্ধ বিশ্বাস বলে রে আবুল, বুঝলি?'

আমি তার কথায় কান দিলাম না। বলে যেতে লাগলাম—

'প্রমাণের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস, সেটা মূলত বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে না। পড়লেও খুবই ট্যাম্পোরারি। এই বিশ্বাস এতই দুর্বল যে, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।'

সাজিদ এবার নড়েচড়ে বসল। সে বলল—'কীরকম?'

আমি বললাম—'এই যেমন ধর, সূর্য আর পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের একটি আদিম কৌতূহল আছে। আমরা আদিকাল থেকেই এদের নিয়ে জানতে চেয়েছি, ঠিক না?'

'হু, ঠিক।'

'আমাদের কৌতূহল মেটাতে বিজ্ঞান আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা একাট্টা ছিলাম। আমরা নির্ভুলভাবে জানতে চাইতাম যে, সূর্য আর পৃথিবীর রহস্যটা আসলে কী। সেই সুবাধে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নানান সময়ে নানান তত্ত্ব আমাদের সামনে এনেছেন। পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি। টলেমি কি বলেছিল, সেটা নিশ্চয় তুই জানিস?'

সাজিদ বলল—'হ্যাঁ। সে বলেছিল, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

'একদম তা-ই। কিন্তু বিজ্ঞান কি আজও টলেমির থিওরিতে বসে আছে? নেই। কিন্তু কি জানিস, এই টলেমির থিওরিটা বিজ্ঞানমহলে টিকে ছিল পুরো ২৫০ বছর? ভাবতে পারিস! ২৫০ বছর পৃথিবীর মানুষ—যাদের মধ্যে আবার বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তারাও বিশ্বাস করত যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এই ২৫০ বছরে তাদের মধ্যে যারা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

সাজিদ সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—'তাতে কী? তখন তো আর টেলিস্কোপ ছিল না, তাই ভুল মতবাদ দিয়েছে আর কী। পরে নিকোলাস কোপারনিকাস এসে তার থিওরিকে ভুল প্রমাণ করল না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোপারনিকাসও একটা মস্তবড়ো ভুল করে গেছেন।'

সাজিদ প্রশ্ন করলো—'কীরকম?'

'অদ্ভুত! এটা তো তোর জানার কথা। যদিও কোপারনিকাস টলেমির থিওরির বিপরীত থিওরি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়; বরং পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরে, কিন্তু তিনি এক জায়গায় ভুল করেন এবং সেই ভুলটাও বিজ্ঞান জগতে বীরদর্পে টিকে ছিল গোটা পঞ্চাশ বছর।'

'কোন ভুল?'

'উনি বলেছিলেন—পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, কিন্তু সূর্য ঘোরে না। সূর্য স্থির। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বলে—নাহ, সূর্য স্থির নয়। সূর্যও নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে।'

সাজিদ বলল—'সেটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিজ্ঞানের এটাই নিয়ম যে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। এখানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই।'

'একদম তা-ই। আমিও জানি, বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি ২ সেকেন্ডও টেকে না, আবার আরেকটা ২০০ বছরও টিকে যায়।

CamScanner

তাই প্রমাণ বা দলিল দিয়ে যা বিশ্বাস করা হয়, তাকে আমরা বিশ্বাস বলি না। এটাকে আমরা বড়োজোর চুক্তি বলতে পারি। চুক্তিটা এ রকম—তোমায় ততক্ষণ বিশ্বাস করব, যতক্ষণ তোমার চেয়ে অথেনটিক কিছু আমাদের সামনে না আসছে।

সাজিদ আবার নড়েচড়ে বসল। এবার সে কিছুটা একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম—'ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ধারণা/অস্তিত্ব ঠিক এর বিপরীত। তুই দ্যাখ, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যকার এই গূঢ় পার্থক্য আছে বলেই আমাদের ধর্মগ্রন্থের শুরুতেই বিশ্বাসের কথা বলা আছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা বাকারার দুই নম্বর আয়াতে বলা আছে—"এটা তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।"

যদি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল কিছু থাকত, তাহলে হয়তো ধর্মগ্রন্থের শুরুতে বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানের কথাই বলা হতো। হয়তো বলা হতো—"এটা তাদের জন্যই, যারা বিজ্ঞানমনস্ক।"

কিন্তু যে বিজ্ঞান নিজেই সদা পরিবর্তনশীল, যে বিজ্ঞানের নিজের ওপর নিজেরই বিশ্বাস নেই, তাকে কীভাবে অন্যরা বিশ্বাস করবে?'

সাজিদ বলল—'কিন্তু যাকে দেখি না, যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তাকে কী করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

'সৃষ্টিকর্তাকে কি তাহলে বিজ্ঞান দিয়ে জাজ করতে হবে? বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নেই? নাকি থাকতে নেই?' আমি বললাম।

'বিজ্ঞানের আবার সীমাবদ্ধতা কী? হ্যাঁ, আজকে বিজ্ঞান হয়তো কিছু একটা আমাদের জানাতে পারছে না। তার মানে কিন্তু এই না যে, ইন ফিউচারে বিজ্ঞান সেটা কখনোই পারবে না।'

আমি হা হা হা করে হাসা ধরলাম। সাজিদ আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল—'হাসছিস কেন এভাবে?'

'তোর কথা শুনে।'

'আমি হাসার কথা বলেছি?'

'অবশ্যই।'

সাজিদকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। আমি আবার বললাম—'বিজ্ঞানের যে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা তুই জানিস না-এটাই আশ্চর্য লাগছে।'

'এটা কি তোর কথা?'

'না তো। আমার কথা না। বিজ্ঞানের কথা।'

'কোন বিজ্ঞান?' সাজিদের প্রশ্ন।

'কোয়ান্টাম মেকানিক্স।'

এবার সে একটু থামল। বলল—'খুলে বল ব্যাটা।'

আমি একটু গলা খাঁকারি দিলাম। বললাম—'জাফর ইকবাল স্যারের রেফারেন্স দিয়ে বলি?'

জাফর ইকবাল স্যারের ভীষণ ভক্ত আমরা দুজন। সাজিদ বলল—'মানে?'

আমি বললাম—'শোন, বিজ্ঞানের যে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যে বিজ্ঞান যায় না বা যেতে পারে না—সেটা আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যারের বই 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছিস?'

'নাহ।'

আমার ব্যাগে স্যারের বইটা ছিল। আমি ব্যাগ খুলে বইটি বের করলাম। বইটির দশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে কিছু লেখা সাজিদকে পড়ে শোনালাম। বইতে যা লেখা ছিল—

"কাজেই যারা বিজ্ঞান চর্চা করে, তারা ধরেই নিয়েছে—আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলব, তখন আমরা সব সময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। যদি কখনো দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে—এর পেছনের বিজ্ঞানটা তখনও জানা হয়নি। যখন জানা হবে, তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। এককথায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়েই নিখুঁত এবং সুনিশ্চিত।"

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পালটে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না। সে তার ভেতরের কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোর গলায় বলবেন না "হবে" তারা মাথা নেড়ে বলবেন—"হতে পারে"।

দেখ, বিজ্ঞান যে প্রকৃতির সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না, তা বিজ্ঞান মহলে এখন স্বীকার্য। তাহলে যে বিজ্ঞান স্রষ্টার তৈরি প্রকৃতির সব রহস্য ভেদ করতে অক্ষম, তাকে বাটখারা বানিয়ে সেই প্রকৃতির স্রষ্টাকে জাস্টিফাই করাটা কি নিছক ছেলেমানুষি নয়?'

CS CamScanner

সাজিদ কিছু বলল না। আমি আবার বললাম—'বিজ্ঞান যে সবকিছুর প্রমাণ দিতে পারে না, তার বিশাল একটা লিস্টও করে ফেলা যাবে চাইলে।'

সাজিদ রাগী রাগী গলায় বলল—'ফাইজলামো করিস আমার সাথে?'

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম—'আচ্ছা শোন, বলছি। তোর প্রেমিকার নাম মিতু না?'

'এইখানে প্রেমিকার ব্যাপার আসছে কেন?'

'আরে বল না আগে।'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করিস না। কথার কথা বলছি। ধর, আমি মিতুকে ধর্ষণ করলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতু তার বেডে পড়ে আছে। আরও ধর, তুই কোনোভাবে ব্যাপারটা জেনে গেছিস।'

'হু।'

'এখন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা কর দেখি, মিতুকে ধর্ষণ করায় কেন আমার শাস্তি হওয়া দরকার?'

সাজিদ বলল—'ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চন। এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?'

'হা হা হা। আগেই বলেছি। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার উত্তর বিজ্ঞানে নেই।'

সাজিদ বলল—'এটা কি ক্রাইম সাইন্সের অংশ না?'

'ক্রাইম সাইন্স যে কথা, পলিটিক্যাল সাইন্সও একই কথা। দুটোর সাথেই 'সাইন্স' শব্দ আছে। কিন্তু দিনশেষে দুটোর কোনোটাই আদতে সাইন্স না। হা হা হা।'

'কিন্তু এর সাথে স্রষ্টায় বিশ্বাসের সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক আছে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা মানে মানুষেরা, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণাদি দিয়ে প্রমাণ করতে পারব না। স্রষ্টা কোনো টেলিস্কোপে ধরা পড়েন না। উনাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে বের করা যায় না। উনাকে জাস্ট বিশ্বাস করে নিতে হয়।'

সাজিদ এবার ২৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে বসল। সে বলল—'ধুর! কীসব আবোলতাবোল বোঝালি। যা দেখি না, তাকে বিশ্বাস করে নেব?'

আমি বললাম– 'হ্যাঁ। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলে কেউই নেই। সবাই বিশ্বাসী। সবাই এমন কিছু না কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করে, যা তারা আদৌ দেখেনি বা দেখার কোনো সুযোগও নেই। কিন্তু এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলে না। তারা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তাতে বিশ্বাস করে যায়। তুইও ঠিক সে রকম।'

সাজিদ বলল—'আমি? পাগল হয়েছিস? আমি না দেখে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না, ভবিষ্যতে কখনো করবও না।'

'তুই এখনও না দেখে অনেক কিছুই বিশ্বাস করিস এবং এটা নিয়ে তোর মধ্যে কোনোদিন কোনো প্রশ্নও জাগেনি, আজকে এই আলোচনা না করলে হয়তো জাগতও না।'

সে আমার দিকে কৌতূহলী তাকিয়ে রইল। বললাম—'জানতে চাস?'

'হু।'

'আবার বলছি, কিছু মনে করিস না। যুক্তির খাতিরে বলছি।'

'ঠিক আছে, বল।'

'আচ্ছা, তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তোর জন্ম হয়েছে, সেটা তুই কখনো দেখেছিলি? বা এই মুহূর্তে কোনো অ্যাভিডেন্স আছে তোর কাছে? হতে পারে তোর মা তোর বাবা ছাড়া অন্য কারও সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে তোর জন্মের আগে। হতে পারে, তুই অই ব্যক্তিরই জৈব ক্রিয়ার ফল। তুই এটা দেখিসনি। কিন্তু কোনোদিনও কি তোর মা'কে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলি? নিশ্চয়ই করিসনি। সেই ছোটোবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে দেখে আসছিস, এখনও তাকেই বাবা বলে ডাকছিস। যাকে ভাই হিসেবে জেনে আসছিস, তাকেই ভাই বলে ডাকিস। বোনকে বোন বলিস। তুই না দেখেই এসবে বিশ্বাস করিস না? কোনোদিন জানতে চেয়েছিস—এখন যাকে বাবা ডাকছিস, তুই আসলেই তার ঔরসজাত কি না? জানতে চাসনি। বিশ্বাস করে গেছিস। এখনও করছিস। ভবিষ্যতেও করবি। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও ঠিক এমনই রে দোস্ত। এটাকে প্রশ্ন করা যায় না। সন্দেহ করা যায় না। এটাকে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করতে হয়। এটার নামই বিশ্বাস।'

সাজিদ উঠে বাইরে চলে গেল। ভাবলাম, সে আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে হয়তো।

পরের দিন ভোরে আমি যখন ফজরের নামাজের জন্য অজু করতে যাব, দেখলাম আমার পাশে সাজিদ এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার চাহনির প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। সে বলল—'নামাজ পড়তে উঠেছি।'

CamScanner